তামিলকম (খ্রি.পূ. ৩০০ – খ্রি. ৩০০):

বসতি বিন্যাস, অর্থনীতি, সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

---

১. ভূমিকা (Introduction)

খ্রি.পূ. ৩০০ থেকে খ্রি. ৩০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কাল দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে একটি **স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পর্ব**, যা সাধারণভাবে **তামিলকম** নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের ইতিহাস মূলত **সংঘম সাহিত্য**, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও বিদেশি (গ্রিক–রোমান) বিবরণ থেকে জানা যায়। উত্তর ভারতের বৈদিক বা মৌর্য ঐতিহ্যের বাইরে থেকেও তামিলকম একটি স্বতন্ত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটায়, যা ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

---

২. তামিলকমের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট

তামিলকম মূলত বর্তমান—

- তামিলনাড়ু
- কেরালা
- দক্ষিণ কর্ণাটক
- দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের অংশবিশেষ

এই অঞ্চল পাহাড়, উপকূল, নদী ও সমভূমির সমন্বয়ে গঠিত, যা বসতি ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

৩. বসতি বিন্যাস (Settlement Pattern)

৩.১ অঞ্চলভিত্তিক বসতি (Tinai ধারণা)

তামিল সমাজে বসতি ও জীবনযাপন প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। সংঘম সাহিত্যে পাঁচটি **Tinai (ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল)** উল্লেখ আছে—

1. **কুরিঞ্জি** – পাহাড়ি অঞ্চল (শিকার ও পশুপালন)
2. **মুল্লাই** – বনাঞ্চল (পশুপালন)
3. **মরুথম** – নদী উপত্যকা ও কৃষিভূমি
4. **নৈথল** – উপকূলীয় অঞ্চল (মৎস্য ও বাণিজ্য)
5. **পালাই** – শুষ্ক অঞ্চল (ভ্রমণ ও লুট)

☞ বসতি বিন্যাস সরাসরি জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।

৩.২ গ্রাম ও নগরের বিকাশ

- কৃষিভিত্তিক গ্রাম (বিশেষত মরুথম অঞ্চলে)
- উপকূলীয় বন্দরনগরী—মুজিরিস, কাবেরিপট্টিনম
- নগরগুলি ছিল বাণিজ্য ও কারুশিল্পের কেন্দ্র

---

৪. তামিলকমের অর্থনীতি (Economy)

৪.১ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি

- ধান ছিল প্রধান ফসল
- সেচব্যবস্থার উন্নতি (ট্যাংক ও নদীনির্ভর সেচ)

- উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয়

৪.২ পশুপালন ও শিকার

- গরু, ছাগল ও ভেড়া পালন
- পাহাড়ি ও বনাঞ্চলে শিকার

৪.৩ বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ

(ক) দেশীয় বাণিজ্য

- গ্রাম ও নগরের মধ্যে পণ্য বিনিময়
- লবণ, ধান, কাপড়, ধাতু প্রভৃতি পণ্যের আদান–প্রদান

(খ) বৈদেশিক বাণিজ্য

- রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য
- সোনা, রূপা, মদ, অলংকারের আমদানি
- মশলা, মুক্তা, হাতির দাঁত, বস্ত্র রপ্তানি

☞ রোমান মুদ্রা আবিষ্কার তামিলকমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রমাণ।

---

৫. সামাজিক সংগঠন (Social Organization)

৫.১ সমাজের গঠন

তামিল সমাজ ছিল তুলনামূলকভাবে **কম বর্ণকেন্দ্রিক** এবং বেশি **পেশা ও অঞ্চলভিত্তিক**।

- কৃষক
- জেলে
- কারিগর
- বণিক
- যোদ্ধা

৫.২ রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব

- রাজা (চোল, চের, পাণ্ড্য)
- প্রধান ও যোদ্ধা শ্রেণি
- রাজশক্তি সামাজিক মর্যাদার উৎস

৫.৩ নারীর অবস্থান

- সংঘম সাহিত্যে নারীর সক্রিয় উপস্থিতি
- প্রেম, বীরত্ব ও সামাজিক জীবনে নারীর ভূমিকা
- তুলনামূলকভাবে স্বাধীন সামাজিক অবস্থান

---

৬. সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (Cultural Features)

৬.১ সংঘম সাহিত্য

- তামিল ভাষার প্রাচীন সাহিত্য
- আকম (প্রেম) ও পুরম (বীরত্ব) বিষয়বস্তু
- সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন

৬.২ ধর্মীয় বিশ্বাস

- প্রকৃতি ও দেবতাপূজা
- মুরুগান, কোট্টাভাই প্রভৃতি স্থানীয় দেবতা
- পরবর্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব

৬.৩ বীরত্ব ও যুদ্ধসংস্কৃতি

- বীরপূজা ও বীরপাথর (Hero Stone)
- যুদ্ধ ও সম্মান সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ

৬.৪ শিল্পকলা ও জীবনযাপন

- সংগীত, কবিতা ও নৃত্যের চর্চা
- অলংকার ও বস্ত্র ব্যবহারে সৌন্দর্যবোধ
- দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য

---

৭. ঐতিহাসিক মূল্যায়ন (Historical Assessment)

তামিলকম ছিল উত্তর ভারতের মূলধারার বাইরে থেকেও এক সমৃদ্ধ সভ্যতা। এখানে সামাজিক সংগঠন ছিল তুলনামূলকভাবে নমনীয়, অর্থনীতি বহুমুখী এবং সংস্কৃতি গভীরভাবে সাহিত্যনির্ভর। এই অঞ্চল ভারতীয় ইতিহাসে **আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ**।

---

৮. উপসংহার (Conclusion)

খ্রি.পূ. ৩০০ থেকে খ্রি. ৩০০ অব্দে তামিলকম একটি সুসংগঠিত, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও সাংস্কৃতিকভাবে উজ্জ্বল সমাজ হিসেবে বিকশিত হয়। বসতি বিন্যাসে Tinai ধারণা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সংঘম সাহিত্য ও স্বতন্ত্র সামাজিক কাঠামো তামিলকমকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একটি অনন্য স্থান প্রদান করেছে।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. তামিলকমের বসতি বিন্যাস ও Tinai ধারণা ব্যাখ্যা করো।
2. তামিলকমের অর্থনৈতিক ভিত্তি আলোচনা করো।
3. সংঘম সাহিত্য তামিল সমাজের কোন কোন দিক প্রতিফলিত করে?

---

১. তামিলকমের বসতি বিন্যাস ও *Tinai* ধারণা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর :
তামিলকমের বসতি বিন্যাস ছিল প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। এই অঞ্চলের সমাজব্যবস্থা সংঘম সাহিত্যে উল্লিখিত **Tinai ধারণা**–র উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। *Tinai* বলতে নির্দিষ্ট ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলকে বোঝায়, যার সঙ্গে মানুষের জীবিকা, জীবনযাপন ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল।

সংঘম সাহিত্যে পাঁচটি প্রধান Tinai-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। **কুরিঞ্জি** অঞ্চলে পাহাড়ি ভূপ্রকৃতির কারণে শিকার ও পশুপালন প্রধান জীবিকা ছিল। **মুল্লাই** অঞ্চলে বনভূমিকে কেন্দ্র করে পশুপালন ও অর্ধ-যাযাবর জীবনযাপন গড়ে ওঠে। **মরুথম** ছিল নদী উপত্যকা ও উর্বর কৃষিভূমি, যেখানে স্থায়ী গ্রাম ও কৃষিভিত্তিক বসতির বিকাশ ঘটে। **নৈথল** উপকূলীয় অঞ্চল হওয়ায় এখানে মৎস্যজীবী ও বাণিজ্যনির্ভর বসতি গড়ে ওঠে। অপরদিকে **পালাই** ছিল শুষ্ক ও প্রতিকূল অঞ্চল, যেখানে ভ্রমণ, পশুচারণ ও কখনো লুটতরাজ জীবিকার অংশ ছিল।

এই Tinai ভিত্তিক বসতি বিন্যাস তামিল সমাজকে অত্যন্ত বাস্তববাদী ও পরিবেশনির্ভর করে তোলে। বসতির ধরন সরাসরি জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থাকায় তামিলকমে একটি সুসংগঠিত কিন্তু আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

---

২. তামিলকমের অর্থনৈতিক ভিত্তি আলোচনা করো।

উত্তর :
তামিলকমের অর্থনীতি ছিল বহুমুখী ও গতিশীল, যা কৃষি, পশুপালন, কারুশিল্প এবং বাণিজ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। এই অর্থনৈতিক কাঠামো তামিল সমাজকে খ্রি.পূ. ৩০০ থেকে খ্রি. ৩০০ অব্দে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে।

কৃষি ছিল তামিলকমের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি, বিশেষত মরুথম অঞ্চলে। ধান ছিল প্রধান ফসল এবং নদী ও ট্যাংকভিত্তিক সেচব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উদ্‌বৃত্ত কৃষি উৎপাদন সমাজে স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি আনে।

পশুপালন ও শিকার কুরিঞ্জি ও মুল্লাই অঞ্চলে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। গরু, ছাগল ও ভেড়া পালন দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পাশাপাশি কারুশিল্প, যেমন বস্ত্র বয়ন, অলংকার নির্মাণ ও ধাতুশিল্প অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

তামিলকমের অর্থনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল **বাণিজ্য**, বিশেষত বৈদেশিক বাণিজ্য। রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে তামিলকমের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। মুজিরিস ও কাবেরিপট্টিনমের মতো বন্দরনগরীর মাধ্যমে মশলা, মুক্তা, হাতির দাঁত ও বস্ত্র রপ্তানি হতো এবং সোনা ও রূপা আমদানি করা হতো। রোমান মুদ্রার আবিষ্কার এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

অতএব বলা যায়, কৃষি ও বাণিজ্যের সমন্বয় তামিলকমের অর্থনীতিকে দৃঢ় ও বহুমাত্রিক ভিত্তি প্রদান করেছিল।

---

৩. সংঘম সাহিত্য তামিল সমাজের কোন কোন দিক প্রতিফলিত করে?

উত্তর :
সংঘম সাহিত্য তামিলকমের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বোঝার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উৎস। এই সাহিত্য মূলত **আকম (প্রেম)** ও **পুরম (বীরত্ব ও সামাজিক জীবন)**—এই দুই প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত।

সংঘম সাহিত্যে তামিল সমাজের দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক সম্পর্কের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। প্রেম, বিবাহ, পারিবারিক সম্পর্ক এবং নারীর সামাজিক ভূমিকা আকম সাহিত্যে বিশদভাবে চিত্রিত হয়েছে। এখানে নারীদের তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ও সক্রিয় সামাজিক অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুরম সাহিত্য তামিল সমাজের বীরত্ব, যুদ্ধসংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় বহন করে। রাজা, যোদ্ধা, যুদ্ধ, বীরপূজা ও বীরপাথরের উল্লেখ থেকে তামিল সমাজের সামরিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া দান, সম্মান ও সামাজিক মর্যাদার গুরুত্বও এই সাহিত্যে প্রতিফলিত।

সংঘম সাহিত্য অর্থনৈতিক জীবনের ছবিও তুলে ধরে। কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ও বন্দরনগরীর উল্লেখ তামিলকমের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে। ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রকৃতি পূজা ও স্থানীয় দেবতার উল্লেখ থেকে তামিল সমাজের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিকও স্পষ্ট হয়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, সংঘম সাহিত্য তামিল সমাজের সামাজিক সংগঠন, অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও মানসিক জগতের একটি পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত চিত্র উপস্থাপন করে।